

নবজাতক সংস্করণ : ২৫শে মে, ১৯৬০

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
এ-৬৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
শুভেন্দু রায়
রামকৃষ্ণ-সারদা প্রিণ্টার্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

বিষের বাঁশী

## সূচীপত্র

## প্রথম সংস্করণের কৈফিয়ৎ

'অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড' নাম দিয়ে তাতে যে-সব কবিতা ও গান দেবো ব'লে এতকাল ধ'রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করলাম। নানা কারণে 'অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড' নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হ'লাম। কারণ আইন-রূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তাঁর বাঁশ উঁচয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ'-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ, বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।

এই বাঁশী তৈরীর জন্য আমার অনেক বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। তারা সাহায্য না করলে এ বাঁশীর গান আমার মনের বেণুবনেই গুমরে মরত। এঁরা সকলেই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রাণ-সুন্দর আনন্দ-পুরুষ। আমরা নিখরচা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাবার লোভে এঁরা সাহায্য করেননি। এঁরা সকলেই জানেন ওসব বিষয়ে আমি একেবারে অমানুষ বা পাষাণ। এঁরা যা করেছেন, তা স্রেফ আনন্দের প্রেরণায় ও আমায় ভালোবেসে। সুতরাং আমি ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের মত তাঁদের কাছে চির-চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তাদের আনন্দকে খর্ব ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করব না। এঁরা যদি সাহায্য হিসাবে আমায় সাহায্য করতে আসতেন, তাহলে আমি এঁদের কারুর সাহায্য নিতাম না। যাঁরা সাহায্য করে' মনে মনে প্রতিদানের দাবী পোষণ ক'রে আমায় দায়ী ক'রে রাখেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমি নিজেকে অবমানিত করতে নারাজ। এতটুকু শ্রদ্ধা আমার নিজের উপর আছে। স্রেফ তাঁ'দের নাম ও কে কোন্ মালমসলা জুগিয়েছেন তাই জানাচ্ছি—নিজেকে হাল্‌কা করার আত্মপ্রসাদের লোভে।

এ 'বিষের বাঁশী'র বিষ যুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।

বাঁশ জুগিয়েছেন সুলেখক ঔপন্যাসিক-বন্ধু সনৎকুমার সেন। এ বাঁশকে বাঁশী ক'রে তুলেছেন—'বাণী যন্ত্র দিয়ে ঐ 'যন্ত্রাধিকারী' বিখ্যাত স্বদেশ-সেবক আমরা অগ্রজপ্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ললিত-দা, পাঁচু-দা। তাঁদের যন্ত্রের সাহায্য না পেলে এ বাঁশী শুধু বাঁশই রয়ে যেত। এ বাঁশীর গায়ের অদ্ভুত বিচিত্র নক্সাটি কেটে দিয়েছেন প্রথিত-যশা কবি শিল্পী—আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু, 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাস। এই সবের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন দেশের-কাজে-উৎসর্গ প্রাণ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মঈনউদ্দীন হোসেন সাহেব বি এ. ( নূর লাইব্রেরী )।

এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার অবকাশ-হীনতা ও অভিমন্যুর মত সপ্ত-রথী-পরিবেষ্টিত ক্ষতবিক্ষত অবস্থার জন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কি রকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশ দিকের দশ আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য। যদি অবকাশ ও শান্তি পাই তা হ'লে দ্বিতীয় সংস্করণের এর দোষ-ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টা করব। ইতি—

হুগলী

৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১ — নজরুল ইসলাম

# বলার কথা

প্রসুপ্ত জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—নজরুলকে। সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্ধচেতন জাতীয় মানসে নাড়া দিয়েছিলেন নজরুল তাঁর আগ্নেয় লেখনীর বিদ্রোহী ঝঙ্কারে।

কালের পটপরিবর্তনের সংগে সংগে ইতিহাসের ক্রুর দেবতার নির্মম পরিহাসে, নবোন্নীত দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে পদ বিক্ষেপের সময়ে বিদ্রোহী কবি আজ বাক্‌রুদ্ধ। কিন্তু সেই চেতনার মূল প্রেরণা-বোধ আজও সমভাবে অনুভূত বলেই আমরা বিদ্রোহী লেখনীর বাণীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচারের আয়োজন করেছি।

আমাদের এই প্রয়াসে কবির দুই পুত্র অগ্রজপ্রতিম কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ও স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্সের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয় সুধাংশু সরকার মহাশয় সহৃদয় সহানুভূতির দ্বারা আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া শ্রদ্ধেয়া জোহরা খানম মহোদয়ার আন্তরিক সাহচর্য না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা দুরূহ হত। সেই কারণে বিশেষভাবে তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

পরিশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে হয়েছে বলে সামান্য ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীগণ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি মার্জনা করবেন।

প্রকাশক

# উৎসর্গ

বাঙ্‌লার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব

আমার জগজ্জননীস্বরূপা মা

**মিসেস্ এম. রহমান সাহেবার**

পবিত্র চরণারবিন্দে—

এমনি প্লাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস,—
সর্বনাশের ঝাণ্ডা তুলাছে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈঃ মন্ত্রী ঘোষি, অভয়ঙ্কর,
রণ-বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত—জর্জর।
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ-বাঁকে,
ওগো নাগ-মাতা, বিস-জর্জর তব গরজন ডাকে।
কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল-বন্ধ গুহার তলে
নির্জিত তব ফণা নিঙ্‌ড়ানো গরলের ধারা গলে
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা-ক্রন্দন-সুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিস-মদ-চিক্কুর!
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল্ সে তব ফণা-ছায়া-যেন?
হানিছে গৃহীরে অশুভ-শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ কোল।
ধূমকেতু ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু-ফণী
উল্লাসে 'জয় জয় নাগমাতা' হাঁকিল জয়-ধ্বনি!
বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল-তল!
দুলিল গগনে অশুভ-অগ্নি-পতাকা জ্বালা-উজল।
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি; আমি কোথা হ'নু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা।

শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে মা জলেছিল খুন, বিষ উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখী সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,—
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন করেছে কারার ফাঁদ,
বন্দিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ!
হাতে পায়ে কটি-গর্দানে মোর বাজে যত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পাইনিক আলো বায়ু
তারি মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে স্নায়ু
এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে
শক্রর-হানা কণ্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে!—
এরই মাঝে তুমি এলে নাগ-মাতা পাতাল-বক্ষ টুটি'
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা-তলে লুটি!
তোমার মমতা-মাণিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা' দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে!
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছে অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মাণিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,—সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মাণিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!

হুগলী
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১

তোমার নাগ-শিশু—
নজরুল ইসলাম

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

আয় রে আমার বাঁধন ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল কেউটে গোখ্‌রো নাগের পীত চাবুক !
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী !
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি !
(তোর) হাসির বাঁশী আনলে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান্‌ !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে' হায় অবোধ
ছুটে এলি ছায়ার আশায়, মাথায় তেমনি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির ফানুষ ছাই হ'ল মোর খুঁজিস এখন রোদ শ্মশান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

তুই যে আগুন, জল্‌-ধারা চাস্‌ কার কাছে ?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে।
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বালবি কত অগ্নি ম্লান
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

অগ্নি-ফণি ! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপ্‌টানী তোর—ভাবিস্‌ সোহাগ-সুখ ছোওয়া !
মৃত্যুর যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু টান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সুখের লালস শেষ ক'রে দে, স্বার্থপর।
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া তুই কোথা বল্ বাঁধবি ঘর?
ঘর-পোড়ানো ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ

তোর তরে নয় শীতল ছায়া পান্থ-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু রুদ্র শিরের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে কশাই-কঠিন তুই পাষাণ।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ

সাপ ধরে তুই চাপ্‌বি বুকে সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ চুমুর সোহাগ সইবে না।
ডাকে-নামে ডাক তোর তরে নয়, আহ্বান তোর ভীম কামনা।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ।

ফণী-মনসার কাঁটার পর আয় ফিরে তুই কাল-ফণী,
বিষের বাঁশী বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—'আয় নালমণি।'
ক্ষুদ্র প্রেমের শুশ্রূষা ছাড়্, ধর ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ।
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ।

## ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্

( আবির্ভাব )

( ১ )

নাই তা—জ

তাই লা—জ ?

ওরে মুস্‌লিম, খর্জুর-শীর্ষে তোরা সাজ

ক'রে তস্‌লিম্ হর্ কুর্ণিশে শোর্ আ-ওয়াজ

শোন্ কোন মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ

ধরা-মাঝ

উরজ্ য়্যামেন নজ্‌দ হেজাজ তাহামা ইরাক্ শাম

মেসের ওমান্ তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম

পড়ে 'সাল্লাল্লাহ আলায়্‌হি স ল্লাম্ !'

---

কুঞ্জিকা ঃ

তাজ—মুকুট। তস্‌লিম—সালাম, প্রণাম। শোর্-আওয়াজ—বিরাট বিপুল ধ্বনি। মুঝ্‌দা—খোশ্ খবর, সুসংবাদ। হেরা—আরবের হেরা নামক পর্বত ; ওই গিরিগুহার হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। উরজ্, য়্যামেন, নজ্‌দ, হেজাজ্, তাহামা—আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক—মেসোপটোমিয়া প্রদেশ। শাম—সিরিয়া প্রদেশ। মেসের—মিশর। ওমান আরবের এক ছোট রাজ্য। সাল্লাল্লাহ আলয়্‌হি সাল্‌লাম—আরবী ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তিবাণী মুসলমানমাত্রকেই হজরতের নামের শেষে এই 'দরুদ' পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ—তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।

চলে আঞ্জাম

দোলে তাঞ্জাম

খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম্।

টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্, হাতে 'আব-জম-জম্-জাম্

শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম্ সামান

নির্ঘোষি' কার নাম

পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম্।'

( ২ )

মস্ তান্!

ব্যস্ থাম্!

দেখ্ মশ্গুল্ আজি শিস্তান্-বোস্তান্,

তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান বোস্তাম্

বাজে কাহার্বা বাজা, গুল্জার গুলশান।

গুল্ফাম্!

দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ,

পশ্চিমে নীলা 'লোহিতের খুন-জোশীতে' রে লাগে আগে,

মরু সাহারা গোবীতে সব্জার জাগে দাগ!

---

আঞ্জাম—আয়োজন। তাঞ্জাম—সওয়ারী। ফিরদৌস—স্বর্গ। হাম্মাম—স্নানাগার। কওসর—অমৃত। ভর—ভরা, পূর্ণ। হুর-পরী—অপ্সরী কিন্নরী। আব্-জম্-জম্—মক্কার 'জম্জম্' নামক কূপের পবিত্র জল। জাম—পেয়ালা। দামাম্—দামামা। তামাম্—সমস্ত। সামান্—সাজ-সরঞ্জাম। মস্তান—'মস্তানা' পাগলা। ব্যস্, থাম—ব্যস, থামো। শিস্তান্-বোস্তান—শিস্তানের ফুলবাগিচা। তেগ—তলোয়ার। গর্দানে—স্কন্ধে। রোস্তাম্—পারস্যের জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহার্বা—তালের নাম। গুল্জার—মাত্। গুলশান্—পুষ্পবাটিকা। গুল্ফাম্—গোলাবী-রঙীন। আরবী দরিয়া—আরব সাগর। খুশীতে বাগে-বাগ—আহ্লাদে আটখানা। নীলা—নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের—লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশীতে—রক্ত উত্তেজনায়। আগ-আগুন। সাহারা, গোবী—দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্জার—হরিতের

নূরে কুর্শির
পুরে 'তুর'-শির
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর্ বুনে হুরী ফুর্তির,
ঝরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী তুরাণী তুর্কীর
আজ বেদুইন্ তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুঁড়ে ফেলে বল্লম্
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্ !'

( ৩ )

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হ'য়ে চিল্লায় জোরে 'ওই ওই নাবে দীন্'
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত'-এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে ওয়্‌যা হোবল্ ইবলিস্ খারেজিন্—
কাঁপে জীন্ !
জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ্ হর্ ওক্ত্,
ঘন উথলে অদূরে 'জম্' শরবত !

নূরে—জ্যোতিতে। কুর্শি—খোদার সিংহাসনের আসন। তুর—আরবের তুর নামক পর্বত। সুর্খী—লালিমার। লালী—অরুণিমা। ইরাণী—পারস্যের অধিবাসী। তুরাণী—কাবুলী। তুর্কী—তুরস্কের অধিবাসী। 'সাবে ঈন্—আরবের মূর্তিপূজকগণ। তাবে ঈন্—আজ্ঞাবহ। চিল্লায়—চিৎকার করে। দীন—সত্যধর্ম। লাত্মানাত—আরবে মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরের নাম। ওয়ারেশীন্—উত্তরাধিকারীগণ, ( এখানে ) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল। রোয়ে—কাঁদে। ওয়্‌যা হোবল্—আরবের মূর্তিপূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইবলিস্—শয়তান। খারেজিন—এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন—দৈত্য; Genii. জেদ্দা—বন্দর। মদিনা—শহর ( 'মদিনা' নামক শহর নয় )। 'কাবা'—মক্কার বিশ্ববিখ্যাত মসজিদ। হর্ওক্ত্—সর্বদা।

পানি কও্সর,

মণি জও্হর্

আনি' 'জিব্রাইল্' আজ হরদম্ দানে গওহর্

টানি' 'মালিক-উল্-মৌত্ জিঞ্জির—বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর' ?

হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল্' করে

উষর আরবে ভিঙা,

বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ঈস্রাফিল'-এর শিঙা !

( ৪ )

জন্ জাল

কঙ্ কাল

ভেদি'—ঘন ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জর

ভেদি'—মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার !

দেবী-পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার !

ওঙ্কার

শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার

হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার ?

ভূমা-নন্দে রে সব টুটেছে অহং-কার।

মর-মর্মরে

নব-ধর্ম রে

বড় কর্মরে দিল ইমানের জোর বর্ম রে

ভর্ দিল্ জান—পেয়ে শান্তি নিখিল্ ফিরদৌসের হর্ম রে।

---

হরদম্—সদাসর্বদা। জও্হর্—অতি। 'মালিক-উল্' মৌত'—ফেরেশ্তার (স্বর্গীয় দূত) নাম জীবের জীবনসংহার এই যমরাজের হাতে। জিঞ্জির—শৃঙ্খল। 'মিকাইল'—ফেরেশ্তা। ভিঙা—সরসা। ইস্রাফিল—লয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশতা। জন্জাল—জঞ্জাল। কঙ্কাল—কঙ্কাল। সরোদ—এক তারের যন্ত্রের নাম। ইমান—বিশ্বাস।

রণে তাইতো বিশ্ব-বয়তুল্লাতে

মন্ত্র ও জয়নাদ—

'ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মারহাবা এয়্‌ সল্‌ওয়ারে কায়েনাত

( ৫ )

শর্‌ ওয়ান

দর্‌ ওয়ান

আজি বান্দা যে ফেরউন শাদ্দাদ্‌ নমরুদ মারোয়ান্‌ ;
তাজি বোর্‌রাক্‌ হাঁকে আস্‌মানে পর্‌ওয়ান—
ও যে বিশ্বের চির-সাচ্চারই বোর্‌ হান্‌—

কোর-আন ?

'কোন যাতুমণি এলি ওরে' বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হবিবে বুকে চাপি" আহা বেঁচে আজ স্বামী নাই !
দূরে আবতুল্লার রুহ কাঁদে 'ওরে আমিনারে 'গমি' নাই—
দেখ সতী তব কোলে কোন চাঁদ, সব ভর্‌ পূর 'কমি' নাই !

'এয়্‌ ফর জন্দ্‌'—

হায় হর্‌দম্‌

ধায় দাদা মোত্‌লেব কাঁদি,'—গায়ে ধুলা কর্দম !
'ভাই। কোথা তুই ?' বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে

হাম্‌জা' তুর্দম !

ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে,

ভাসে 'কলাম'—

'এয়্‌ শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম !'

বিশ্ব-বয়তুল্লাহ—বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লার ঘর। ওয়ে—ওগো, বাছা ! মার্‌হাবা—সাবাস। সরওয়ারে কায়েনাত'—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। 'শওয়ান'—'নওশেরওয়াম' নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ ! ফেরউন্‌, শাদ্দাদ্‌, নমরুদ্‌, মারওয়ান্‌—বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি—দ্রুতগামী অশ্ব। বোরবাক্‌—উচ্চৈঃশ্রবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। পরোওয়ান—পরোয়ানা। সাচ্চারই—সত্যেরই। বোরহান্‌—প্রমাণ। আমিনা—হজরত মোহম্মদের (দঃ) জননীর নাম। খোদার হবিব—আল্লার বন্ধু। আবতুল্লাহ্‌—হযরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ—আত্মা। 'গমি'—তুঃখ। 'গমি' নাই—তুঃখ ক'রো না। 'কমি' নাই—আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

## ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

( তিরোভাব )

( ১ )

এ কি বিস্ময় ! আজ্‌রাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর শোক ।
জান্-মারা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিলকুল্ ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড় কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নিলা তাজ ·
জিব্‌রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙ্গে খান্-খান্,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্-চান্ !
মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুল্ মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল ।
এ কি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই ? সেই রবিয়ল আউওল ?

আজ্‌রাইল—যমদূত । বে-দরদ—নির্মম । সুরাখ—ঝাঁঝরা । খাক্—মাটি । নীলা তাজ—আজ্‌রাইলের মাথার তাজ নীলবর্ণ । জিবরাইল—প্রধান ফেরেশতা ও স্বর্গীয় বার্তাবহ । আতশী—অগ্নিময় । মিকাইল—ফেরেশ্‌তা । কুল্‌মুল্লুকে—সর্বদেশে ।

( ২ )

ঈশানে কাঁপছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্‌রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু! গুমুরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ!
রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাবে মদিনার ময়দান!
জমিন্‌-আস্‌মান জোড়া শির্‌ পাঁও তুলি' তাজি বোর্‌রাক,
ছিখ্‌ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোরে হাঁক!
হুর-পরী শোকে হায়
জল-ছল ছল চোখে চায়!
আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস্‌-লালা ফেলে আঁসু পরিমল।

( ৩ )

মৃত্তিকা মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ
বেটার জানাজা কাঁধ যেন—তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস!
পাতাল গহ্বরে কাঁদে জিন, পুনঃ ম'লো কি রে সোলেমান?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান?
ফুল পাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে শিরা গেছে স্নায়ু!
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই
যেন রোজ হাশরের ময়দান, উন্মাদ সব ছুটে!
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম-টুটে!

---

ইস্‌রাফিল—প্রলয় বিষাণধারী ফেরেশতা। রসুল—প্রেরিত পুরুষ। আজাজিল—শয়তানের নাম। তাজি বোর্‌রাক—বোর্‌রাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ—খোদার সিংহাসন। ফিরদৌস—বেহেশ্‌ত্‌—স্বর্গ। নার্গিস লালা—ফুলের নাম।

( ৪ )

নকীবের তুরী ফুৎকারী, আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খানখান করে চোট মারে দূরে চাঁদে ?
আবুবকরের দরদর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েষার কাঁদনে ঘুর্‌ছে আসমানে তারা ডরে !
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে 'আল্লার আজ ছাল তুলে নেব মেরে তেগ্‌, দেগে কোঁড়া।"
হাঁকে ঘন ঘন বীর—
'হবে জুদা তার তন্‌ শির,
আজ যে বলিবে নাই্‌ বেঁচে হজরত—যে নেবে তাঁরে গোরে !'
আর দরাজ হস্তে তেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও করে ঘোরে।

( ৫ )

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে
মুয়াজ্জীনের হোশ্‌ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে ?
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙ্গে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী-ছেঁড়া একি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে !
আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার !
আহা রসুল দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফতেমা ঐ কাঁদে,
'কোথা বা বাজান !' বলি মাথা কুটে' এলো কেশ
নাহি বাঁধে।

তন্‌—দেহ। দরাজ হস্তে—বিশাল হাতে।

( ৬ )

হাসান-হুসেন তড়পায়ে যেন জবে' করা কবুতর,
'নানাজান কই!' বলি খুঁজে' ফেরে কভু বা'র কভু ঘর!
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালী খসেছে চন্দ্র-তারা
আঁধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন ঝারা!
সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে' সে আকাশ ডোবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায়!
খোদা খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর!
আজ সখা মহবুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে!

( ৭ )

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুর-পরী যত 'সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্‌।'
কাতারে কাতারে করযোড়ে সব দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দরদর ধারা বয়।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী?
আজ জনীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসা হাসে জগপতি!
'খোদা, একি, তব অবিচার'!
'বলে কাঁনে তুত ধরা-মার;

আজ অমরার আলো আরো ঝল-মল, সেথা ফোটে আরো হাসি
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এল অমারাশি!

আজ স্বর্গের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কি ঘন বোল—'সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম!'

জুলফিকার—হজরত আলীর তলোয়ার। মহবুব—প্রিয়।

## সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?
নাজাত্-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙ্তে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা ?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা ?—

ফন্দী-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দী যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি' কে তুমি ভাই এলে ?
'সেবক আমি' হাঁক্লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

দিন্-দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা
করছে অসুর হক্ কে না-হক্, হক্-তায়ালায় হেলা!
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,
রক্ষা কর, রক্ষা কর উঠ্তেছে দেশ কেঁদে।
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে ম'রে,
চরণ-তলে দল্বে মরণ ভয়কে হরণ ক'রে
ওরে জয়কে বরণ ক'রে—
নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ সেবক ওরে ?

কাঁপ্‌লো সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ প'ড়েছে বাজ প'ড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে।
দানব ন'লে শাস্তি আনে নাই কি এমন ছেলে ?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধ'রে বাছা মোর এলে ?—
'মাগো আমি সেবক তোমার ! জয় হোক্‌ মা'র !'
হাঁকলো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে।

বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি' আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও !
—কে আছ বীর এসো !
'বন্দী থাকা হীন অপমান !' হাঁকবে বীর তরুণ—
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক প'ড়েছে তাদের
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক প'ড়েছে তাদের,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের !

হঠাৎ দেখি আস্‌ছে বিশাল মশাল হাতে ও কে ?
'জয় সত্যম্‌, মন্ত্র-শিখা জ্বল্‌ছে উজ্জ্বল চোখে।
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে ?
'সেবক তোদের, ভাইরা আমার ! জয় হোক্‌ মা'র !'
হাঁকলো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে

## জাগৃহি

( তোটক ছন্দ )

'হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম্'—
একি ঘন রণ রোল ছায়া চরাচর ব্যোম্।
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব-হাঁক
ধু ধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিশ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!
আজ ধূর্জটী ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙ্‌লো আগল ওরে ভাঙ্‌লো আগল
বোলে অম্বুদ-ডম্বর কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তা তা পাগলা-ঈশান!
দোলে হিন্দোলে ভীম্-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার।
ঘোর নির্ঘোষে 'মার মার্ দৈত্য অসুর,
প্রেত, রক্ত-পিশাচ, রণ-দুর্মদ সুর।
করে ক্রন্দসী-ক্রন্দন অম্বর রোধ—
ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে সম্বর ক্রোধ!
সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা সর্বনাশী
কাল- বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি'—
রণ- উন্‌মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!
উর- হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা।

নিয়া রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা।
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইক দিশা!
'দে রে রক্ত দে রক্ত দে' রণে স্পন্দন,
বুঝি থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-ক্রন্দন!
জ্বলে বৈশ্বানরের ধু ধু লক্ষ শিখা,
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টিকা
শুধু অগ্নি-শিখা ধু ধু অগ্নি শিখা,
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা!
রণ- শ্রান্ত অসুর সুর যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু রক্ত-পাথার শুধু রক্ত-ফেনা।
একি বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা,
কিছু নাই কিছু নাই প্রেত পিশাচ মেলা।
আজ ঘরে ঘরে ঘরে জ্বলে ধু ধু শ্মশান মশান
হোক্ রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান্!
আজি বন্ধ সবার পূতি-গন্ধে নিশ্বাস,
বিষে বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভি-শ্বাস!
দেহে ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিণী বেশ,
খোলো রক্তাম্বর মাতা সম্বর বেশ,
এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা।
আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা!
তব চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হ'ল ধ্বংস অসুর, লীন্ শক্তি পশুর।
তবে সম্বর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন—
হোক্ সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন!
এসো শুদ্ধা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি বারি!

এসো কৈলাস হ'তে মাগো মানস-সরে,
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভ'রে।
এসো কন্যা উমা, এসো গৌরীরূপে,—
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে!
আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে,
ঐ শেফালি-তালে হের শেফালি-তলে।
ওড়ে এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন বায়,
হানে চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায়!
ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,—
এলো হৈমবতী, এলো গৌরী রাণী।
বাজো মঙ্গল শাঁখ, হোক্ শুভ-আরতি,
এলো লক্ষ্মী-কমল এলো বাণী ভারতী।
এলো সুন্দর সৈনিক সুর কার্ত্তিক,
এলো সিদ্ধি-দাতা, হের হাসে চারিদিক্!
ভরা ফুল খুকী ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল
নিয়া মাতৃ-হিয়া কল্যাণী-রূপ
এলো শক্তি-স্বাহা, বাজো শাঁখ জ্বালো ধূপ
ভাজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি' বাণী সত্য পরম—
বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

## তূর্য-নিনাদ

কোরাস্ :

( আজ ) ভারত-ভাগ্য বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব—কে করে মুশ্‌কিল আসান তার ?

মন্দিরে আজি বন্দীর ঘানি
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন-আত্‌মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, আন্ধি-অন্ধকার।
হাঁকিছে নকীব ;—হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার

রক্ত-মদের বিষ পান করি'
আর্ত মানব ; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি'।
ক্রন্দন ঘন বিশ্ব হানিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার—
হাঁকিছে নকীব— অভয়-দেবতা, এ মহাপাথর করহ পার॥

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি ?
উঠিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড় ?
হাঁকিছে নকীব—আন ব্যথা ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত ধার॥

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন ঘাতে
অমৃত অধিপ নর নারায়ণ দারুময় ঘন মনোবেদনাতে।
দশভুজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ-ধারিণী মা'র—
হাঁকিছে নকীব,—'আবিরাবির্ম এধি' হে নব যুগাবতার!

মৃত্যু আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন মন্ত্রে? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বলদর্পীর অহঙ্কার?
হাঁকিছে নকীব সে দিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার।

## বোধন

১

দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দালিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদোনা, দ'মোনা বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
তুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ুর তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবে ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প তাজে ॥

২

হ'য়োনা নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-তাড়ে প্রহেলিকা মধু—বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য !
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত !
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

৩

দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ !
পুণ্য-পিয়াসী যাবে ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে ;
কণ্টক-ভয়ে ফির্‌বে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপ্‌বে।
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পর্‌ওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব অলক্ষ্যে আসিবে নামিয়া অভয় তুবে।
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, আমার আধারে পরিত্যক্ত
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

হাফিজের 'য়ুসোকে গুম্ গশতা বাজ্ আরেদ ব-কিন্‌আন্ গম মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবছায়া।

## উদ্বোধন

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও—

অগ্নি-তুর্য কাঁপক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তাড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব !
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও তেজ শক্তির গরব-
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি বজ্র দাও নিরস্ত্রে ;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুনঃ দাও গৌরব —
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও।

ঘুচাতে ভীরুত্ব নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নির্বীর্য এ তেজ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে
শৌর্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণ, দাও দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

## অভয়-মন্ত্র

কোরাস ঃ—

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়।

বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!

বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!

বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়!

তুই নির্ভর কর আপনার 'পর,

আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্!

ওরে যে যার যাক সে, তুই শুধু বল 'আমার হয়নি লয়'!

বল্, 'আমি আছি', আমি পুরুষোত্তম, আমি চির দুর্জয়!

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়··· !

তুই চেয়ে দেখ্ ভাই আপনার মাঝে,

সেবা জাগ্রত ভগবান রাজে,

নিজ বিধাতারে মান্, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে বরাভয়!

তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয়?

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয়-সত্যের জয়······!

আজ বক্ষের তোর ক্ষীরোদ সাগরে
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে
শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার নয় কিছুতেই নয়!
তোর অচেতন চিত্তে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়…!

ঐ নির্যাতকের বন্দী-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায়?
ক্ষীণ দুর্বল বলে' খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওবে অখণ্ড আমি চিরমুক্ত সে অবিনাশী অক্ষয়!
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়…!

ওরে সত্য যে চির স্বয়ম প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন? আছে তার আছে ক্ষয়
সেই সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যার হাতে শুধু রয়!
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়…!

যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি'
তোদের পাত্র দিয়া গেল ভরি'!
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনিক তাঁরে পারেনি করিতে লয়।
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজ শান্তিময়
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈ, জয় সত্যের জয়!

ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে
আগেই যবে সে ম'রে থাকে ত্রাসে,
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভর।
ঐ শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয়?
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়… …!

ঐ টুটে ফেটে পড়া লোহার শিকল,
ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল?
ঐ কারা ঐ বেড়ী কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয়?
ওরে যে হয় বন্দী হ'তে দে, শক্তি আত্মার কাছে জয়!
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়……!

ওরে আত্ম অবিশ্বাসী, ভয় ভীত!
কেন হেন ঘন অবসাদ চিত?
বল, পর বিশ্বাসে পর মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?
তুই আত্মাকে চিন, বল্ 'আমি আছি' 'সত্য আমার জয়
বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল্, গান্ধী হউক বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ পুরুষোত্তম জয়!

# আত্মশক্তি

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর !
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপণ, বিজলী-ঝলক ন্যায় অসির

তূরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ
'আমি আছি' বাণী বিশ্ব মাঝ
পুরুষ-রাজ !
সেই স্বরাজ !
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর বাসীর ;
আত্ম-ভীত এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি-স্বামী নাঙ্গা-শির'

এস প্রবুদ্ধ, এস মহান্
শিশু ভগবান জ্যোতিষ্মান্ ।
আত্মজ্ঞান-
দৃপ্ত প্রাণ !
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রুদ্র তেজ রবির ।
উদয় তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন, 'আমি আছি'র ।

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন
রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন রোদন
ক্ষিপ্ত জন
দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর !
বল নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি' শুদ্ধ ধীর !

কে করে কাহারে নির্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন !
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান
কে ভগবান্ ?
আত্ম-জ্ঞান !
গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ গান, অগ্নি-মন্ত্র শক্তি-শ্রীর ।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা মানি না আদেশ কারো বাণীর

এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী-ঝলক ন্যায় অসির ।

## বন্দী-বন্দনা

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দি শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে-ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোল,
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশ কোটি ঐ
মানব-কল্লোলে ॥

ওরা দুপায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দী শালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে ॥

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর দ-লে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিতে তারা
মুক্ত নভ-তলে ॥

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধ্ব ধ্বু ধ্বু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে,
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব
রুদ্র-শিখা জ্বলে ॥

কোরাস :—
জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয় হর ! মুক্তি-কামী জয় ,
স্বাধীন-চিত্ত জয় ! জয় হে !
জয় হে ! জয় হে ! জয়-হে !

## বন্দনা-গান

কোরাস্ ঃ—
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা গীতি তারি।

তাদেরই উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে,
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস ॥
শিকলে যাদের··

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা বরিব তাই
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ
শিকলে যাদের ... ... ...

কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সঙ্ঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে
যুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়েছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান ॥
শিকলে যাদের ... ... ...

## মরণ-বরণ

এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ ॥
দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'!
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ!
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক্ নব নাম করণ ॥
হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে'—
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে'—
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছো
মরায়-ভরা ধরায়, মার! তুমি শুধু বাঁচো—
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ॥
জ্ঞান বুড়ো ঐ বল্‌ছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া!
মুক্তিদাতা মরণ! এসে কাল বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মরলো যারা নাও তাদের এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ-শর

## মুক্তি-সেবকের গান

ও ভাই  মুক্তি-সেবক দল !
তোদের  কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ন ছল-ছল ?

ঐ  কারা ঘর তো নয় হারা ঘর,
হোথাই মেলে মা'র দেওয়া বর রে !

ওরে  হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক জড়ানো কোল !
তবে  কিসের রোদন রোল ?
তোরা  মোছ্ রে আঁখির জল !
ও ভাই  মুক্তি সেবক দল !

আজ  কারায় যারা, তাদের তরে
গৌরবে বুক উঠুক ভ'রে রে
মোরা  ওদের মতই বেদনা, ব্যথা মৃত্যু আঘাত হে'সে
বরণ যেন করতে পারি মা'কে ভালবেসে।
ওরে  স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল ?

ও ভাই  মুক্তি সেবক দল।
ও ভাই  প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর,
মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর।
মোরা  কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কল্জে তল !
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল ?
মোরা  কাঁদব যেদিন আসবে তারা আবার ফিরে রে
কাঙালিনী মায়ের এই আঙিনা-তল।
ও ভাই  মুক্তি সেবক দল !

## শিকল-পারার গান

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল
তোদের বন্ধ কর্‌তে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥

তোমরা বন্ধ ঘরের' বন্ধনীতে কর্‌ছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই কর্‌বে ভাব্‌ছো বিধির শক্তি হ্রাস
সেই ভয়-দেখানো-ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ-বিজয় মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধর্‌ব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়
মোরা ফাঁসি প'রে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই-শিকল-ঝঞ্ঝনা
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশের আবার বজ্রানল

## যুগান্তরের গান

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।

বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে।

রে বধির! শোন্ পেতে কান
ওঠে ঐ কোন্ মহাগান
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে!

জগতে লাগল সাড়া
জেগে উঠ্, উঠে দাঁড়া
ভাঙ্ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে!

যা আছে যাক্ না চুলায়
নেমে পড় পথের ধূলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে

সে ঝড়ের ঝাপ্টা লেগে
ভীম আবেগে উঠ্‌ল জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে॥

ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।

যারা ভাই বন্ধ কুয়ায়
খেয়ে মা'র জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ জাগা মন্তর রে।

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে
মাভৈঃ বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক প্রলয়ঙ্কর রে।

তোদের ঐ চরণ চাপে
যেন ভাই মরণ কাঁপে,
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর রে।

শোনা তোর বুক ভরা গান,
জাগা ফের দেশ জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে।

মোরা ভাই বাউল চরণ
মানি না শাসন কারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।

দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা প্রাণ উট্‌কে' দেখেই
ছাই চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে !

খুঁড়ব কবর, তুড়্‌ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আন্‌ব নিদান কালের বর রে ।

শুধু এই ভরসা রাখিস্‌
মরিস্‌নি ভির্মি গে'ছিস্‌
ঐ শুনেছিস ভারত বিধির স্বর রে

ধর হাত ওঠ্‌রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে !

## মুক্তি-বন্দী

বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয় দানবের ছয় বছরের জয় প্রাচীর
বন্দি তোমায় বন্দী বীর!
জয় জয়স্তু বন্দী বীর!!

অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয় বছর,
অম্বরে শোনো ডম্বরু বাজে—'অগ্রসর হও' অগ্রসর!'
কারাগার ভেদি' নিশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন ক্রন্দসীর,
ডান আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর?
বন্দি তোমায় ফন্দী-কারার গণ্ডী মুক্ত বন্দী বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয় দানবের ছয় বছরের জয় প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দী বীর।
জয় জয়স্তু বন্দী বীর!!

পথ-তরু-ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত স্বর
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর',
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চির-সৈনিক উচ্চ-শির!
বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর!
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়স্তু বন্দী-বীর!!

রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ বীর, আজ প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলো না বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদ-তলে!
এ নহে বিদায় পুনঃ হবে দেখা অমর সময় সিন্ধু-তীর,
এস বীর এস ললাটে এঁকে দি' অশ্রু-তপ্ত লাল রুধির
বন্দি তোমায় ফন্দি কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী বীর,
লঙ্ঘিলে, আজি ভয় দানবের ছয়-বছরের জয়-প্রাচীর!
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর!
জয় জয়স্তু বন্দী-বীর!!

জনৈক অগ্নি-সৈনিকের ছয়-বছর কারা-ভোগের পর মুক্তি উপলক্ষে অভিনন্দন-গীতি

## চর্‌কার গান

ঘোর্—

ঘোর্ রে ঘোর্ ঘোর্ রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥

তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সবাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে' আস্‌ল ভারত-ভাগ্য রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর ॥

ঘর ঘর তুই ঘোর্ রে জোর
ঘর্ঘর্‌ঘর্ ঘূর্ণীতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর চাকাতে বলদর্পীর তোপ কামারে টুটুক জোর ॥

তুই ভারত বিধির দান,
এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে ঘরে শুনে তোর ত গান ॥

আর লুটতে নারবে সিন্ধু ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোর ॥
হিন্দু মুস্‌লিম দুই সোদর,
তাদের মিলন সূত্র ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড় ॥

ভারত বস্ত্রহীন যখন
কেঁদে ডাকলে—নারায়ণ !
তুমি লজ্জা হারি করলে এসে লজ্জা নিবারণ
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পারল না দুঃশাসন চোর

এই সুদর্শন চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল সব গুমোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্
তুই জোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিষ্ণু চক্র ভীম কঠোর ॥

হয়ে অন্ন বস্ত্র হীন
আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আন্‌লে অন্ন পুণ্য সুধা, খুল্‌লে স্বর্গ মুক্তি দোর ॥

শাস্‌তে জুলুম নাশ্‌তে জোর
খদ্দর বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য ডোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর।
মোর ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চল্‌ছে চরকা রাত্রি ভোর

তুই সাত রাজারই ধন,
দেশ- মা'র পরশ রতন।
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ ধন।
তুই মায়ের আশীষ, মাথার মাণিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর ॥

## জাতের বজ্জাতি

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান !
এখন দেখিস্‌ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস্‌ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

জানিস্‌ না কি ধর্ম সে যে বর্মসহ-সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল
যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙ্‌বে সে ত,
যাক্‌ না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ নাই পরোয়া ॥

দিন-কাণা সব দেখ্‌তে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাঁতাকলে।
( তোরা ) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,
( তোদের ) জাত-ভগীরত এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া

মনু ঋষি অণু সমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝ্‌লি না-সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্‌ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
( তোরা ) চিন্‌লিনে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া ॥

সকল জাতিই সৃষ্টি যে তাঁর, বিশ্ব মায়ের বিশ্ব ঘর
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর !
( তোরা ) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টায় পূজিস্ জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া ॥

বল্‌তে পারিস্ বিশ্ব পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগ্‌লে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই ?
( তোরা ) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ॥

ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার,
( তোর ) পৈতে টিকি টুটি টোপর সব সেথা ভাই একাকার !
জাত সে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
( তা'পর ) বামুন-চাঁড়াল এক গোয়ালের, নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া ॥

( এই ) আচার বিচার বড় ক'রে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা !
( বাবা ) এই পাপেই আজ উঠতে বস্‌তে সিঙ্গী মামাব খাচ্ছ থাবা !
( তাই ) নাইক অন্ন, নাইক বস্ত্র,
নাই সম্মান, নাইক অস্ত্র,
( এই ) জাত জুয়ারীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া ॥

## সত্য মন্ত্র

পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!
( এই ) খোদার উপর খোদকারী তোর
মান্‌বে না আর সর্বলোক
মান্‌বে না আর সর্বলোক !

( তোর ) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে কিসের ভয়
আঁধারকে তোর কিসের ভয়
( ঐ ) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো,
ভুবনটাই সে সত্য নয়
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
( ঐ ) বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্য কালের তাঁর আলোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !
—বিধির বিধান সত্য হোক !

লোক সমাজের শাসক রাজা
( আর ) রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান্
তার বড় আর শাস্ত্র নেই
তার বড় আর সত্য নেই।

সেই খোদা খোদ্ সহায় তোর,
ভয় কি নিখিল মন্দ ক'ক্ ?
বিধির বিধান সত্য হোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

বিধির বিধি মান্‌তে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল
আছেন সত্য মাথার 'পর—
বে-পরওয়া তুই সত্য বল্
বুক ঠুকে সত্য বল্ ।
( তখন ) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র চোখ ।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কা'ল নাইক আশ'
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস !
হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ
স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ !
সেই বিধাতায় মাথায় ক'রে
বিপুল গর্বে বক্ষ ঠোক্
বিধির বিধান সত্য হোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক্ !!

সত্যের নাই ধানাই পানাই,
সত্য যাহা সহজ তাই
সত্য যাহা সহজ তাই ;
আপনি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যতে জোর জুলুম নাই।
সেই সে মহান্ সত্যকে মান্—
রইবে না আর দুঃখ শোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক্ !!

নানান মুনির নানান্ মত্ যে,
মান্‌বি বল্ সে কার শাসন ?
কয় জনার বা রাখবি মন ?
এক সমাজকে মান্‌লে করবে
আরেক সমাজ নির্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন !
সকল পথের লক্ষ্য যিনি
চোখ পুরে নে তাঁর আলোক
বিধির বিধান সত্য হোক !!

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল,
সত্যে জয় হবেই হবে,
আজ নয় কা'ল মিলবে ফল
আজ নয় কা'ল মিলবে ফল

(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়
চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক।
বিধির বিধান সত্য হোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক্ !!

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
বিশ্ব পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ দেবীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইত প্র
জাত সমাজের নাই সেথা ঠাঁই,
জগন্নাথের সাম্য লোক
জগন্নাথের তীর্থ লোক
বিধির বিধান সত্য হোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক্ !!

চিনেছিলেন খৃষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম···
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই) মানুষ যাদের করত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন স্থান,
গান্ধী আবার গান সে গান।
(তোরা) মানব শত্রু, তোদেরই হায়
ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।
বিধির বিধান সত্য হোক্ !
বিধির বিধান সত্য হোক্ !!

## বিজয় গান

অভ্র ভেদী তোমার ধ্বজা
উড়্‌লো আকাশ পথে।
মাগো তোমার রথ আনা ঐ
রক্ত সেনার রথে।
ললাট ভরা জয়ের টীকা
অঙ্গে নাচে অগ্নি শিখা,
রক্তে জলে বহ্নি লিখা—মা।
ঐ বাজে তোর বিজয় ভেরী,
নাই দেরী আর নাই মা দেরী,
মুক্ত তোমার হ'তে॥

আনো তোমার বরণ ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী—
ঐ দ্বারে মার মুক্তি সেনা, বিজয় বাজা উঠছে তারি।

ওরে ভীরু! ওরে মরা!
মরার ভয়ে যাস্‌নি তোরা—
তোদেরও আজ ডাক্‌ছি মোরা ভাই।
ঐ খোলে রে মুক্তি তোরণ,
আজ একাকার জীবন মরণ
মুক্ত এ-ভারতে॥

## পাগল পথিক

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধন বেদন
কে এলো কে করতে ছেদন ?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায় ॥

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে
বুক ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আন্‌ল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই,
পর দ্বারে আর যাব না ভাই !
মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায় ॥

শাশ্বত যে সত্য তারি ভুবন ভ'রে বাজ্‌লো ভেরী,
অসত্য আজ নিজের বিষেই মরল ও তার নাইকো দেরী
হিংসুকে নয়, মানুষ হ'য়ে
আয় রে, সময় যে যায় ব'য়ে !
মরার মতন মরতে ওরে মরণ-ভীতু ক'জন পায় ॥

ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান বিষাণ সাথে,
প্রলয় রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে !
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়।
রোদন কিসের ?—আজ যে বোধন !
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয় ॥

## ভূত ভাগানোর গান

( বাউল গান )

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুড়্‌ড়ি মাচায় বাবা উঠতে বস্‌তে শু'তে !

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দিরে তোর
নাই দেবতা নাচ্‌ছে ইতর,
আর মন্ত্র সুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবান্‌কে ভূত বানালে ঘানি চক্রে জু'তে

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা,
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে
আজ ভূত ভাগানোর মজা দেখায় বোম্‌ভোলা বম্বুতে !

ও ভূত সর্ষে পড়া অনেক ধুনো
দে'খে শু'নে হ'ল ঝুনো
তাই তুলো ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত নাচছে রে তোর নাকের ডগায় পারিস্‌নে তুই ছুতে।

আগে  বোঝেনকি তোদের ও
তোরা  গোঁজামিলের মন্ত্র ভজা,
( শিখ্‌লি শুধু চক্ষু বোঁজা )
শিখ্‌লি শুধু কাণার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থু'তে
তাই আপনাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস স্বর্গ দূতে

ওরে  জীবন হারা, ভূতে খাওয়া !
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা ?—ভূত কি ভাগে ফুস্‌মন্তর ফুঁ'তে !
তোরা  ফাঁকির কিস্তু এড়িয়ে—পড়বি কূল হারা 'কিস্তু'তে ॥

ওরে ভূত তো ভূত—ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবাও উধাও ছোটে।
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন ভূতে পাওয়া এই দেশই ফের ভর্‌বে দেব্‌তা দূতে

## অভিশাপ

আমি   বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান।
মম   চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান্
আদি ও অন্তহীন
আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যে দিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর   চীৎকার করি' কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ স্বামী!
ভয়ে   কালো হয়ে গেল আলো মুখ তা'র!
ফরিয়াদ করি' গুমরি' উঠিল মহা হাহাকার—
ছিন্ন কণ্ঠে আর্তকণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীরু বিধাতার—
আর্তনাদের মহা হাহাকার—
যে. 'বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান্ বিপুল আমি!
হে মোর সৃষ্টি! অভিশাপ মোর!
আজি হ'তে প্রভু তুমি হও মম স্বামী!'
শুনি' খল খল খল অট্ট হাসিনু, আজিও সে হাসি বাজে
ঐ   অগ্নুদ্গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ—
বিনা মেঘের ঐ শুষ্ক বজ্র মাঝে—
স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি,—
সেই দিন হ'তে বাজিছে নিখিলে ব্যথা ক্রন্দন গীতি!
ঝাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে মারি পলে পলে
এই   কালসাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে।

## বিদ্রোহীর বাণী

(১)

দোহাই তোদের। এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল্
ঢের দেখালি ঢাক্ ঢাক্ আর গুড়্ গুড়্, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল॥
পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি' কম্ দামী।
নিজের কাজেও ক্ষুদ্র হ'লি আপন ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে
তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব বাজ
সত্য কথা বল্‌তে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপ্‌রা ঢেঁকির নেইক লাজ!
ইল্‌সেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!
এবার তোরা সত্য বল্

(২)

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ তাই!
ভারত হবে ভারতবাসীর'—এই কথাটাও বল্‌তে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চল্‌তে হয়!

বল রে তোরা বল নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ।
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব কর্‌ছে এরা দিন্‌কে দিন,
চায় না এরা—হই স্বাধীন ?
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ ফরাজ ছল কেবল !
ফাঁকা প্রেমের ফুস-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল !
এবার তোরা সত্য বল ॥

( ৩ )

মহান্ চেতা নেতার দলে তোল্‌রে তরুণ তোদের না'য়,
ওঁরা মোদের দেব্‌তা সবাই কর্‌ব প্রণাম ওদের পা'য়।
জানিস্ ত ভাই শেষ বয়সে স্বতই সবার মরতে ভয়,
ঝড় তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার কর্‌তে নয় !
জোয়ানরা হাল ধর্‌বে তার
কর্‌বে তরী তুফান পার !
আল্লা ব'লে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ কর্‌বে মা'র !
সেদিন করিস্ এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল !
ভয় ভীরুতা থাক্‌তে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল !
এবার তোরা সত্য বল্ ॥

( ৪ )

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান্ উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব !
'ব্যাঘ্র সাহেব হিংসে ছাড়, পড়্‌বে এস বেদান্ত !'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অম্‌নি হবে কৃতান্ত !
থাকতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম সেবক !

চোখের জলে ডুব্‌লে গর্ব শার্দ্দূলও হয় বেদ পাঠক,
প্রেম মানে না খুন খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্‌!
সেও ভি আচ্ছা মরব পি'ষে মৃত্যু শোণিত-এল্‌কোহল্‌!
এবার তোরা সত্য বল্‌॥

( ৫ )

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাড়ুন সেথায় আস্তানা।
পবে শিবায় শিব কেশবের—তৌবা—তাঁদের রাস্তা না!
মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোর সে হোক,
ধর্মগুরুর গোর সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক
তরুণ চাহে যুদ্ধ ভূম!
মুক্তি সেনা চায় হুকুম!
চাই না 'নেতা', চাই 'জেনারেল', প্রাণ মাতানোর ছুটুক ধুম।
মানব মেধের যজ্ঞধুম।
প্রাণ আঙুরের নিঙ্‌ড়ানো রস—সেই আমাদের শান্তি জল।
সোনা মাণিক ভাইরা আমার! আয় যাবি কে ভরতে বল্‌!
এবার তোরা সত্য বল্‌॥

( ৬ )

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ?
ধামা ধরা! জামা ধরা! মরণ ভীতু! চুপ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই হুলালুম বিজয় নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।
নরম গরম প'চে গেছে আমরা নবীন চরম দল!
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি স্বর্গ কিংবা পাতাল তল!

# মুক্ত পিঞ্জর

ভেদি দৈত্য কারা

উদিলাম পুনঃ আমি কারা ত্রাস চির-মুক্ত বাধা বন্ধ হারা
উদ্দামের জ্যোতি মুখরিত মহা গগন অঙ্গনে,—
হেরিনু, অনন্ত লোক দাঁড়াল প্রণতি করি মুক্ত বন্ধ আমার চরণে
থেমে গেল ক্ষণেকের তরে বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার,
শুনিল কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত ঝঙ্কার।
কালের করাতে কার ক্ষয় হ'ল অক্ষয় শিকল,
শুনি আজি তারি আর্ত জয়ধ্বনি ঘোষিল গগন পবন জল স্থল॥
কোথা কার আঁখি হতে সরিল পাষাণ যবনিকা,
তারি আঁখি দীপ্তি শিখা, রক্ত রবি রূপে হেরি, ভরিল উদয় ললাটিকা
পড়িল গগন ঢাকে কাঠি,
জ্যোতিলোক হ'তে ঝরা করুণা ধারায়—ডুবে গেল ধরা মা'র
স্নেহ শুষ্ক মাটি,
পাষাণ পিঞ্জর ভেদি,' ছেদি' নভ নীল—
বাহিরিল কোন বার্তা নিয়া পুনঃ মুক্ত পক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল।
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোলে হাঁকিল প্রহরী!
কাঁদিল পাষাণে পড়ি,'
সদ্য ছিন্ন চরণ শৃঙ্খল!
মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ প্রসাদ দ্বারে আহত অর্গল!
শুনিলাম—মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে
নিখিল বন্দীর ব্যথা শ্বাস—
মুক্তি মাগো ক্রন্দন আভাস।
ছুটে এসে লুটায়ে যেন পড়ে মম পায়ে;
বলে—'ওগো ঘরে ফেরা মুক্তি দূত!
এইটুকু ঠাঁই কিগো হবে না ও ঘরে নেওয়া নায়ে?'

নয়ন নিঙাড়ি' এল জল,
মুখে বলিলাম তবু—'বন্ধু! আর দেরী নাই, যাবে রসাতল
পাষাণ প্রাচীর ঘেরা ঐ দৈত্যাগার,
আসে কাল রক্ত-অশ্বে চড়ি' হের দুরন্ত দুর্বার!'—
বাহিরিনু মুক্ত পিঞ্জর বুনো পাখী
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি'.........
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভপানে,
অবসান ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।
মা আমার! মা আমার! একি হ'ল হায়!
কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধুলায়?
মরেছে মা বন্ধ হারা বহ্নি গর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন শিকল!
মা! তোমার হরিণ শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন টানে কোথা কোন্ দূরে!
আজ তব নীল কণ্ঠ পাখী গীত হারা
হাসি তার ব্যথা ম্লান, গতি তারছন্দ হীন, বদ্ধ তার ঝর্ণা প্রাণ ধার
বুঝি নাই রক্ষী ঘেরা রাক্ষস দেউলে
এল কবে মরু মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্য মূলে!
চরণ শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল—
কোন্ চপলার কেশ জাল—
কখন জড়াতেছিল গতি মত্ত আমার চরণে,
লৌহ-বেড়ী যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কন বন্ধনে!
আজ যবে পলে পলে দিন্-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে—'বন্ধু এই মোর বুক পাতা, আন তব-রক্ত-পথ রথ'—
শুনে শুধু চোখে আসে জল
কেমনে বলিব, 'বন্ধু! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল!

হারায়ে এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে

প্রাণ-স্পর্শমণি মোর,

রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে।
যখন আছিনু বদ্ধ দুয়ার কারাবাসে
কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা পুষ্প ঘাসে।
জ্যোতির্লোক মহাসভা গগন-অঙ্গন
জানাত কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ!
নাম-নাহি জানা কত পাখী
বাহিরের আনন্দ সভায়—সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি!
শুনি' তাহা চোখে উছলাত জল—
ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,
কবে আমি ঐ পাখী-সনে
গা'ব গান শুনিব ফুলের ভাষা
অলি হ'য়ে চাঁপা ফুল বনে।
পথে যে'তে অচেনা পথিক;
রুদ্ধ গবাক্ষ হ'তে রহিতাম মেলি' আমি তৃষ্ণাতুর আঁখি নির্ণিমিখ

তাহাদের ঐ পথ চলা
আমার পরাণে যেন ঢালিত কি অভিনব সুর-সুধা গলা!
পথ-চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,
মনে হ'ত চীৎকারিয়া কেঁদে কই—
'হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা-মুক্ত অলস চরণ!
দাও তব পথ-চলা পা'র মুক্তি ছোঁওয়া,
গ'লে যাক এ পাষাণ, টু'টে যাক ও-পরশে এ কঠিন লোহা!'
সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে,
জ্বলিত অচেনা দীপখানি,
ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন কাতর দু-নয়নে।

ভাবিতাম, 'কে তুমি অচেনা বধু, কার গৃহ-আলো?
কারে ডাক দীপ-ইসারায়?
কার আশে নিতি নিতি এত দীপ জ্বালা?
ওগো তব ঐ দীপ সনে
ভেসে আসে দুটি আঁখি-দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গনে?—
এমনি সে কত মধু কথা
ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা
ওগো বাহিরিয়া আমি হায় একি হেরি—
ভাঙা কার বাহু মেলি' আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি'!
পরাধানা অনাথিনী জননী আমার—
খুলিল না দ্বার তাঁর,
বুকে তাঁর তেমনি পাষাণ,
পথ-তরু ছায়া কেহ 'আয় আয় যাদু' বলি জুড়াল না প্রাণ

ভেবেছিনু ভাঙিলাম রাক্ষস দেউল!
আজ দেখি সে দেউল জু'ড়ে আছে সারা মর্ম-মূল!
ওগো আমি চির-বন্দী আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,
মম মুক্তি নত-শির আজ নত লাজ!
আজ আমি অশ্রু-হারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি—
কখন জাগাবে এসে সাথী মোর ঘূর্ণি-হাওয়া রক্ত-অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল আঁধি?
বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—
শত্রুপুরী-মুক্ত আমি পাষাণ-পুরে আজি বন্দী ভাই!

## ঝড়

( পশ্চিম-তরঙ্গ )

ঝড়——ঝড়——ঝড় আমি——আমি ঝড়——
শন্——শন্——শন্‌শন্ শন্——কড়্ কড়্ কড়্
কাঁদে মোর আগমনী আকাশে বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি' আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি, ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ সন্ধানে

জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি' ক্ষতির অক্ষৌহিনী সেনা
প্রণামি বন্দিল—'প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস—
প্রলয় তুফান বন্যা মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারী সর্বনাশ!'

বাজিল আকাশ-ঘন্টা, বসুধা কাঁসর;
মার্কণ্ডের ধূপদানা—মেঘ বাষ্প ধূমে ভবাল অম্বর!
উল্কার হাউই ছোটে গ্রহ উপগ্রহ হ'তে ঘোষিল মঙ্গল;
মহাসিন্ধু শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্
কলকল কল্ কলকল কল্?

"জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর নির্ঘোষি' ভয়াল
বন্দিল ত্রিকাল ঋষি
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত আঁখি আশীষ দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া লঠিলাম আকাশের পানে তুলি' বাহু
আমি নব রাহু !
হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখরসম নিশ্চল নিশ্চুপ !
অনুমানি যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি' আছে শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি ব'য়।
মনে হ'ল ঐ বুঝি হারা-মাতা মোর ! মৌনা ঐ জননীর
শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদ কুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার, ব'লে।
নাহি জানি কোন্ ফণী মনসার হলাহল-লোকে—
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বলা সবুজ আলোকে—
নাগ-মাতা কদ্রু গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা নাগ
ভীষণ-তক্ষক-শিশু ! কোথা হয় নাগ-নাশী জন্মেজয় যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী—
জন্মান্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি'।
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ
আমার তুরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদি উদয় হ'তে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ মন্ত্র টান !
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়—
শন্—শন্—শন্শন্ শন—
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত্য ইন্দ্রাণী মাতা, তব ঐ ধূলি আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হ'তে ?
লুকালু ও অঞ্চল আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে !

রথ হ'ল অঞ্চল-আড়াল ; বহ্নি আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর—শনশন শন্—
শন্—শন্—ঐ শুন দূর
দূরান্তর হ'তে মাগো ডাকে মোরে অগ্নিঋষি বিষ-হরী সুর !
জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হ'ল দেহ, বৃথা মাগো দাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল !
ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,
মমতা-জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি' ;
আমি চলি প্রলয়-পথিক দিকে দিকে মারী-মরু রচি' !

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি— —আমি ঝড়—
শন——শন্ শনশন শন্—কড়কড় কড়—
কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল-
ড়—'দে দোল্ দে দোল্'
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি তালি দিয়া মেঘে
উন্মাদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে !
ছুটে চলি ঝড়—গৃহ-হারা শক্তিহারা বন্ধ-হারা ঝড়
স্বেচ্ছাচার ছন্দে নাচি'। কড়কড় কড়
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি,
মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বাল-পিচ্‌কিরি !
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া ? তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি'।
লোকে লোকে প'ড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি !

ঝড়—ঝড়——উড়ে চলি ঝড় মহাবায় পঙ্খীরাঝে চড়ি',
পড় পড় আকাশে ঝোলা সামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি!
প্রমত্ত সাগর-বারি—অশ্ব মম তুফানীর খর ক্ষুর বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ মুখে তার!
আমি যেন সাপুড়িয়া, মারি মন্ত্র মার—
ঢেউ এর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু মুখে
জল-নাগ-নাগিনীর আছাড়ি পিছাড়ি ধুঁকে।
প্রিয় মোর ঘূর্ণি বায়ু বেদুইন-বালা
চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝা চুর মম আগে আগে।
ঝর্ণা ঝোরা তটিনীর নটিনী-নাচন সুখ লাগে
শুষ্ক খড় কুটো ধূলি শীত শীর্ণ বিদায় পাতায়
ফাল্গুনী পরশে তার!—আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতি মহা মহীরুহ, শাল্মলা, পুন্নাগ দেওদার,
ধরি যবে তার—
জাপ'টি পল্লব ঝুঁটি, শাখা শির ধ'রে দিই নাড়া:
গুমরি কাঁদিয়া উঠে প্রণতা বনানী,
চচ্চড়্ ক'রে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া।

প্রিয় মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে:
পাগলিনী কেশে ধূলি চোখে তার মায়া মণি ঝলে!
ঘাগরীর ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণিবালা হাসির হর্‌রা হানি বলে—'মনোচোর'!
ধর ত আমাদের দেখি'—
ত্রস্ত বাসহাওয়া পরী বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মম ভালে ঠেকি'"

পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথ-ধূলি,
হানে গায় ঝর্ণা-কুলকুচ, পদ্ম-বনে আলুথালু খোঁপা পড়ে খুলি !
আমি ধাই পিছে তার-দুরন্ত উল্লাসে
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদভর-ত্রাসে
দীর্ঘ রাজপথ-অজগর সঙ্কুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ধরণী-কূর্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ-ঐরাবত সেনাদল
গজগতি-দোলাছন্দে : স্বর্গে বাজে বাদল-মাদল।
সপ্ত সাগর শোষি' শুণ্ডে শুণ্ডে তারা—
উপুড় ধরণী-পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি-তীর ধারা !
বয়ে যায় ধরা-ক্ষত রসে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধারা !
চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা ফুলে
বরষার-বুকে ঝলে জল-মালা-হার
আমি ঝড়, হুল্লোড়ের সেনাপতি, খেলি মৃত্যু খেলা
ঘূর্ণীয়া প্রিয়া-সাথে। দুর্যোগের হুলাহুলি মেলা

ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে !
মন প্রাণ-রঙ্গে মাতি' নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু মুহু মাতে !
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ।—
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত প্রলাপ
ভূমিকম্প জরজর থরথর ধরিত্রীর মুখে !
বাসুকি-মন্দার-সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু তট ভরে ফেনা থুকে !
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি সিন্ধু মন্থন ব্যথায়
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদ্‌বুদ্—উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি পথে।
শিবের সুন্দর ধ্রুব-আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন—দীপ মম রথে।

জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত 'মিকাইলের' আতশী-পাখায়!
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে! শিখী চূড়া তায়
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা,
পশ্চাতে তুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চিররাত্রি যবনিকা!
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ ধূম্ পাটল পিঙ্গাস,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত-নিষ্পাপ

ঝড়——ঝড়——ঝড় আমি——আমি ঝড়
কড়কড় কড়্
বজ্র-বায়ু-দন্তে দন্তে ঘষি' চলি ক্রোধে!
ধূলি-রক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচলসম রবি-রশ্মি-পথ রোধে।
ঝঞ্ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত কূর্মসম
সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়
আমি ঝড় জুলুমের জিঞ্জি ও-মঞ্জীর বাজে ত্রস্ত মম পা'য়!
ধাক্কার ধমকে মম খানখান নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ দুয়ার,
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক দুয়ারি ধরে আমর ধুয়ার!
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বর ডিণ্ডিম্
দ্রিম্ দ্রিমি দ্রিম্!
অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল
সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল!
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ।
ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি অশ্রু, সহিতে না পারি মম তাপ
আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাভৈঃ অঙ্কুশ!
আমি বলি, ছুটে চল-প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে,—
হে নবীন পরুষ পুরুষ!

---

মিকাইল—স্বর্গীয় দূত, ইনি ঝড়বৃষ্টির নিয়ন্তা।

স্কন্ধে তোল্ উদ্ধত বিদ্রোহ ধ্বজা ; কণ্টক অশঙ্ক রে নির্ভীক !
পুরুষ ক্রন্দন জয়ী—দুঃখ পায়—ধিক্ তারে ধিক্ !
আমি বলি, বিশ্ব গোলা নিয়ে খেল, পুফোলুফি খেলা !
বীর নিক্ প্লাবনের লাল ঘোড়া,
ভীরু নিক্ পারে-ধাওয়া পলায়ন ভেলা।
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর,
জীবন রসনা দিয়ে প্রাণ ভ'রে মৃত্যু ঘন ক্ষীর।
আমি বলি নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্যের হাম্মামে !
রৌদ্রের চন্দন শুচি উঠে বস্ গগনের বিপুল তাঞ্জামে !
আমি ঝড় মহা শত্রু স্বস্তি শান্তি শ্রীর !
আমি বলি শ্মশান সুষুপ্তি শান্তি—
জয়নাদ আমি অশান্তির।
পশ্চিম হইতে পূবে ঝঞ্ঝনা ঝা'ঝর
ঝঞ্ঝা জগঝম্প ঘোর—বাজায়ে চলেছি ঝড়—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্

ঝমর্ ঝমর ঝন্ ঝনন্ ঝনন শন্
শনশনশন্—
হুহু হুহু হুহু—
সহসা কম্পিত কণ্ঠি ক্রন্দন শুনি কার—'উহু ! উহুউহুউহু'
সজল কাজল পক্ষ্ম কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী এলাকেশ কালোমেঘে পিঁজে।
নয়ন গগনে তাঁর নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি তারা
বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল !

---

'নার'—অগ্নি

এ কোন্ শ্যামলী পরী পূর্বের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায়—
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি কদম্বের ঘন যৌবন ব্যাথায়!
জেগেছে বালার বুকে এক বুকে ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে, ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে,
মুখে ফোটে শুধু আকুলতা।
কদম্ব তমাল তাল পিয়াল তলায়
দূর্বাদল-মখমলে শ্যামলী-আলতা তার মুছে মুছে যায়।
বাধে বেণী কেয়া-কাঁটা-বনে।
বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া-ডাক শোনে।
দাদুরীর আতুরী কাজরী
শোনে আর আঁখি-জল কাজল গড়ায়ে
দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—রিমিরিমি রিম্ ঝিম্
বাজে পাঁইজোর—
কে তুমি পূরবী বালা? আর যেন নাহি পায় জোর
চলা পায়ে মোর, ও-বাজা আমারো বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমামী-ঝিনিঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে!
আমি ঝড়? ঝড় আমি?—না, না, আমি বাদলের বায়।
বন্ধু! ঝড় নাই
কোথায়?

ঝড় কোথা? কই?——
বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ——
ঐ শোনো শোনো তার হ্রেষার চিকুর,
ঐ তার ক্ষুর হানা মেঘে!—

না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর! তুমি থাকো জেগে!
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা!—শুন-শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের—
পূবের হাওয়ায়—।
যায়—যায়—সব ভেসে যায়—
পূবের হাওয়ায়—
হায়!——